ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—○○—

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥० টাকা। নগদ মূল্য ৵० এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶० আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৯শে মাঘ বুধবার ১৩৫০ ইংরাজী 2nd Feb. 1944 { ৩৫শে সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥०, ছোট ১৸० ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥०
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা।

১৯৪২-এর সাফল্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ-সঙ্কট ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনেও হিন্দুস্থান যে ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা হিন্দুস্থানের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতেই উপলব্ধি হইবে। নিম্নের আর্থিক পরিচয়ে সোসাইটির প্রভূত সাফল্যের সামান্য নিদর্শন প্রদত্ত হইল।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	প্রায় তিন কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৪ " ৭৪ " " "
মোট সম্পত্তি	৫ " ১৮ " " "
দাবী শোধ (১৯০৭-৪২)	২ " ৭৫ " " "
প্রিমিয়ামের আয়	প্রায় এক কোটি টাকা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ঃ কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে মাঘ বুধবার সন ১৩৫০ সাল

নূতন গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ

বাঙলার নব-নিযুক্ত গভর্ণর রাইট অনারেবল রিচার্ড ক্যাসি গত ২২শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার লাটভবনের দরবারকক্ষে যথারীতি এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডার্ব্বিসায়ার নূতন গভর্ণরকে রাজানুগত্য ও কর্ত্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করান। হাইকোর্টের জজগণ প্রমুখ পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক রাজপুরুষগণ অই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নব-নিযুক্ত গভর্ণর কর্ত্তৃক কার্য্যভার গ্রহণ ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ হইতে ১৭টি তোপধ্বনি করিয়া ঘোষণা করা হয়। অতঃপর পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে সস্ত্রীক গভর্ণরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

লাট-প্রাসাদে সাংবাদিক মজলিস

গত ২৪শে জানুয়ারী অপরাহ্নে কলিকাতার সাংবাদিকগণের জন্য লাট-প্রাসাদে যে চা'এর মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, তদুপলক্ষে মহামান্য গভর্ণর রাইট অনারেবল মিঃ ক্যাসি ও মাননীয়া মিসেস ক্যাসি অতিথিদের সহিত আলাপ আলোচনায় দেড় ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন।

গভর্ণর বাহাদুর প্রকাশ করেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার ক্ষুদ্র বিমানযোগে বাঙলার দুর্গত এলাকা সমূহ পরিদর্শনে বহির্গত হইবেন। বিমানখানি তিনি মধ্যপ্রাচ্য হইতে লইয়া আসিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর এই সূত্রে আরও বলেন যে, খাদ্যপরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন আছেন এবং উহার সমাধানের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মণ্ডলপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিকটস্থ কম্পাউণ্ডার বাবুর বাসায় কয়েকদিন পূর্ব্বে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতগণ কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ও শতাধিক টাকার নোট লইয়া পলায়ন করিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বাবু খুব তৎপরতার সহিত তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রয়োজনাতিরিক্ত সব্জী পরে ব্যবহারের জন্য কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে

বাঙলার কৃষিবিভাগ শাক-সব্জীর উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন যে, আগামী গ্রীষ্মকালে শাক-সব্জীর অপ্রতুলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই অবস্থার প্রতিকারে স্বভাবতঃই ব্যবস্থা করা যায় যে, বর্ষাকালে যে সব দেশীয় সব্জী এদেশে জন্মিতে পারে—(যেমন বেগুণ, কুমড়া, লাউ, মুলা, ঢেঁড়শ, মেটে আলু ও শশা প্রভৃতি)—বেশী পরিমাণ জমিতে তৎসমুদয়ের চাষ করা। স্থানীয় ভাবে উৎপাদকের নিকট হইতে যে কোন লোক ইচ্ছা করিলেই এই সব সব্জীর বীজ বা চারা পাইতে পারেন।

এই ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যবস্থা হিসাবে—বর্ত্তমান মউসুমে যে সব সব্জী জন্মিয়াছে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আগামী বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে এমন টিনের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা যাইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা অবশ্য সকলের পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু যাঁহাদের সুযোগ রহিয়াছে, তাঁহারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিরূপে ইহা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পাঞ্জাবের কৃষিবিভাগের ফল-বিশেষজ্ঞ নিম্নোক্ত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"যে সব সব্জীর পাতা রহিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল সব্জী রান্নার উপযোগী করিয়া খোসা ছাড়াইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। বাঁধা-কপি জাতীয় পাতা সব্জীকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। গোল আলু, শালগম প্রভৃতি শ্রেণীর সব্জীকে এক ইঞ্চির ১৬ ভাগের ৩ ভাগ

(অবশিষ্টাংশ ৫ম কলমে দেখুন।)

বর্ত্তমান সঙ্কটে চিকিৎসকদের কর্ত্তব্য

মেডিক্যাল কলেজে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন গত ২২শে জানুয়ারী শনিবার সকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ রি-ইউনিয়নে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রমে বাঙলার মহামারীগ্রস্ত অঞ্চলে চিকিৎসাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দুর্গত বাঙলার জনসাধারণের সহায়তা করার জন্য চিকিৎসকগণের নিকট আবেদন করেন। তিনি বলেন, "যোগ্য ডাক্তারের অভাবে হাসপাতাল ও মেডিকেল রিলিফ-কেন্দ্র স্থাপনে অসুবিধা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। সকলেই জানেন যে, সেনা বিভাগ হইতে আমরা এখন যে সাহায্য পাইতেছি, কিছুদিন পর তাহা প্রত্যাহার করা হইবে এবং তাঁহারা যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার স্থানে অন্য ব্যবস্থা করার জন্য আমাদিগকে ডাক্তার সংগ্রহ করিতে হইবে। তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট বেশী সংখ্যায় ডাক্তার নিযুক্ত করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।"

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী অতঃপর বলেন, "বহু অমঙ্গলের জন্য যুদ্ধ দায়ী; দুর্গতি ও ধ্বংসও যুদ্ধের ফল। কিন্তু ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির সুযোগ দিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভারতে রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, সার্জ্জারীর যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রস্তুতের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলিয়াছে। এই সকল শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় যে, দুর্গত মানবতার সেবাকল্পে চিকিৎসক-মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কে প্রত্যেক দেশেরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া অপরিহার্য্য। এই শিল্পে দেশ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ এখন যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে না, তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমানে দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের পরও যাহাতে এই সকল শিল্প দেশে বজায় থাকে, তাহা করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের উৎপাদকগণের

উচিত জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের উৎপাদিত দ্রব্য সম্পর্কে সর্ব্বদা প্রচারকার্য্য পরিচালন করা।

"অধিকতর খাদ্য-উৎপাদন পক্ষ"

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী-দফতর আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত "অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন পক্ষ" প্রতিপালন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পক্ষকালে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কার্য্যগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইবে:—

(১) পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণকে "কম্পোষ্ট" সার প্রস্তুতের প্রণালী অবলম্বন ও গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে গো-ময় ও গো-চনা জমা করার জন্য অধিকতর উৎসাহ-প্রদান;

(২) পতিত জমি আবাদ করিতে জনগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা এবং সেগুলিতে উপযুক্ত খাদ্যশস্য চাষের শিক্ষা প্রদান, এবং

(৩) গৃহ-সংলগ্ন জমিতে তরিতরকারীর চাষ করার আগ্রহ জাগান, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া প্রত্যেক পরিবারের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত হইতে পারে। এইরূপ গৃহ-সংলগ্ন শাকসব্জীর বাগান হাতে হাতে প্রস্তুত করিয়া দেখান হইবে এবং তৎসঙ্গে যাহাতে প্রত্যেক পরিবারই সম্বৎসরব্যাপী সতেজ তরি-তরকারী ও কিছু ফলমূল পাইতে পারে, তজ্জন্য কিরূপ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর ও প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ পূর্ণ শাকসব্জী ও ফলমূলের চাষ করা প্রয়োজন, তাহাও প্রদর্শিত হইবে।

এই পক্ষকালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণের সহায়তা ও সহযোগিতায় এবং জেলা অফিসারগণের সাধারণ তত্ত্বাবধানে প্রধানতঃ জুট রেগুলেশন ও কৃষি-উন্নয়ন বিভাগদ্বয়ের কর্ম্মচারিগণ গৃহে গৃহে যাইয়া প্রচার-কার্য্য চালাইবেন এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত কার্য্য করিয়া দেখাইয়া দিবেন। এই "পক্ষ" সাফল্যজনক করিয়া তুলিতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের জন্য জমিদার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়গণ এবং অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য বেসরকারী ব্যক্তিগণের নিকট এবং জনগণের নিকটও কৃষি-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এক ব্যক্তিগত আবেদন করিয়াছেন। এই কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যাঁহারা এই অভিযানে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন বা সুপরিজ্ঞাত কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মেডাল, সার্টিফিকেট প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

সমস্ত সম্প্রদায়ের জনগণের নিকট হইতে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া কৃষি-বিভাগীয় মন্ত্রী-দফতর আশা করেন।

(২য় কলমের জের)

পরিমিত পুরু করিয়া চাকৃতির আকারে কাটিয়া অতঃপর ফুটন্ত জলে তাহা ৩ হইতে ৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ সিদ্ধ চাকৃতিগুলি কতকাংশে রান্না করা দ্রব্যের মত স্বাদযুক্ত হইবে। উপযুক্ত আকারের একখানা পাতলা মসলীন জাতীয় কাপড়ে সব্জার টুকরাগুলি রাখিয়া ফুটন্ত জলে তাহা উপরোক্ত পরিমাণ সময় ডুবাইয়া রাখিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপভাবে সিদ্ধ হইলে পর সব্জীগুলি কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা করিতে হইবে। অতঃপর প্রয়োজনানুরূপ আকারের থালায় সব্জীর টুকরাগুলি সজ্জিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার জন্য দিতে হইবে। যাহাতে মাছি বা অন্য কোন প্রকার কীট-পতঙ্গ সব্জীগুলিকে দূষিত করিয়া দিতে না পারে, তজ্জন্য সূর্যকিরণের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে ২ হইতে ৪ দিনের মধ্যে সব্জীগুলি সম্পূর্ণরূপ শুষ্ক হইয়া যাইবে।

শুষ্ক সব্জীর একখানা টুকরা হাতে লইয়া চাপ দিলে যখন ভাঙ্গিয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তহো সম্পূর্ণরূপ শুষ্ক হইয়াছে। অতঃপর পরিষ্কার টিনের কৌটায় সব্জীর টুকরাগুলি প্যাক করিয়া কৌটার ঢাকনী ঝালাই করিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে কৌটার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য এরূপভাবে ঝালাই করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শুষ্ক সব্জীতে বাহিরের বাতাস লাগিলে বাতাসের জলীয় ভাগের সংস্পর্শে আসার দরুণ তাহা কতকাংশে ভিজিয়া উঠিবে এবং এরূপভাবেই পচনের সূত্রপাত হইবে।"

বিজ্ঞাপন

আমি শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং বেলড়িয়া প্রকাশ করিতেছি যে আমি বেশীর ভাগ বেলড়িয়া গ্রামে বসবাস করি। অনেক সময় রঘুনাথগঞ্জস্থ ৺ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর ঠিকানায় সমন আদি জারী হইলে আমি তাহা একেবারেই জানিতে পারি না এবং তদ্দ্বারা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আমি এ কারণ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য এই বিজ্ঞাপন দিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

১৫৬০ থাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং বরদাকান্ত সরকার দিং দাবি ১১৩৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিমুলিয়া ও কুলড়ী ৫-৫৫ শতকের কাত ২৫৲ আঃ ১২৫৲ খং ৩৯৮ মৌজে কুলড়ী মধ্যে খং ১৯০

১৫৬১ থাং ডিঃ ঐ দেং রজনীকান্ত ঘোষ দাবি ৬৯৷৶৬ থানা ঐ মৌজে বাঘা ১১-১২ শতকের কাত ১৫৷৵০ আঃ ৫০৲ খং ১৬৬

১৫৬২ থাং ডিঃ ঐ দেং মোনাব সেখ দিং দাবি ২৭৸০ থানা ঐ মৌজে কুলড়ী ৮৯ শতকের কাত ৪।০ আঃ ২৫৲ খং ১৯১

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

১১২৩ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং জ্ঞানদা বেওয়া দাবি ৯৷৶৩ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৸০৷০ জমির কাত ৩৶৩ মধ্যে মণ্ডলান মহকুফ ৶৩ বাদে ৩৲ আঃ ৫৲ খং ৫৫৯

(অবশিষ্টাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন।)

তুরস্কে আবার ভূমিকম্প

আনকারার ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, ভূমিকম্পের ফলে তুরস্কের জেরেজে নামক শহরটী পঁচিশ হাজার অধিবাসীসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ শিল্প

সরকারী সাহায্যদানের পরিকল্পনা

বাঙলা সরকার হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটা পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ঢাকা জেলার আড়িয়ল প্রমুখ এলাকাগুলিতেই বিশেষভাবে এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত করা হইবে। এই সব স্থানে "কাগজী" নামক কতকগুলি পরিবার বংশানুক্রমে কাগজ তৈয়ারী করিয়া থকে। নিম্নোক্ত উপায়ে সাহায্য দেওয়া হইবে:—

(১) উন্নত ধরণের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে এবং উৎপন্ন কাগজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে এই আগাম দাদনের টাকা আদায় করা হইবে।

(২) ক্রয়-মূল্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা।

(৩) কাগজ বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

(৪) শিক্ষানবীশদিগকে বিনা খরচায় উন্নত ধরণের নির্ম্মাণ কার্য্যে ট্রেণিং দেওয়ার বন্দোবস্ত।

যাঁহারা এই পরিকল্পনার সুযোগ লইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বাঙলা সরকারের শিল্পবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ এ, করিমের নিকট ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় আবেদন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও ছয় পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস

শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাটী

জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ)

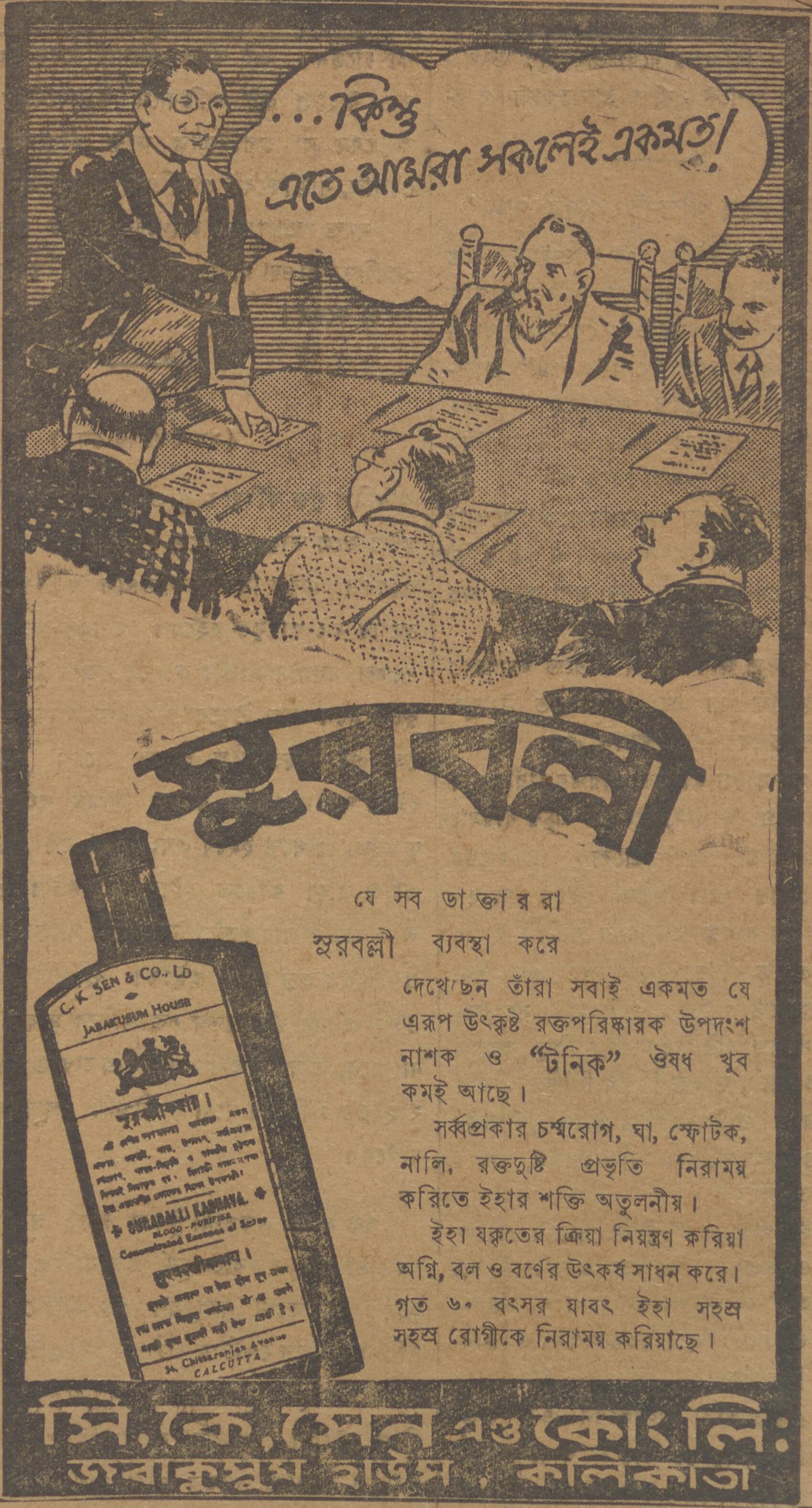

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস

"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।